

বিজ্ঞান তুমি কার?

Shamsul Arefin Shakti

2021-09-01 08:51:32 +0600 +06

4 MIN READ

অনেক ভাইকেই দেখলাম ‘বিজ্ঞান’ কে পশ্চিমের বংশগত বিষয় ভাবেন। প্রাচ্যের আমরা বিশেষ করে মুসলিমরা নাকি বংশগতভাবেই বিজ্ঞান থেকে পিছিয়ে আছি। ঠিক এই মনোভাবকেই ‘ওরিয়েন্টালিজম’ তৈরি করতে চেয়েছে। ইউরোপকে শ্রেষ্ঠ আর প্রাচ্যকে পশ্চাদপদ দেখানোর জন্য সব রকমের চেষ্টা তারা করেছে। এবং আমরা মেনেও নিয়েছি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। একে মানসিক দাসত্ব বলে। আরে ভাই কী বলেন? চোখ নাই নাকি? দেখতেই তো পাচ্ছেন ওরা কীভাবে সবকিছুতে এগিয়ে গেছে, আর আমরা পিছিয়ে আছি।

কিন্তু এই পিছিয়ে যাবার পেছনের গল্পটা কেউ জানেনা। জানতেও চায়না, এটাও তাদের একটা সাফল্য যে, হীনম্মন্য জাতি নিজের ইতিহাসকেই ঘৃণা করতে শিখেছে। বহু মুসলিম মনে করে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে যাওয়াই এই উম্মাতের অধঃপতনের মূল কারণ। আমরা আমাদের স্বর্ণযুগে ধুমসে বিজ্ঞান করেছি, এটা সবাই জানি কমবেশি। আন্দালুস-মিশর-বাগদাদে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত-ই মুসলিমদের হাতে গড়া, এটা পুরো দুনিয়া স্বীকার করে। তাহলে এই বিজ্ঞান আমাদের হাত থেকে ছুটলো কীভাবে।

মোটামুটি ৩ টি পর্যায়ে আমি বিভক্ত করে আলোচনাটা করতে চাচ্ছি। কষ্টিপাথর-৩ বইয়ে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

১ম পর্যায়: প্রাচ্যে ইউরোপের উপনিবেশ হবার আগে বিজ্ঞানের কী অবস্থা

২য় পর্যায়: উপনিবেশ আমলে আমাদের বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানীদের কী অবস্থা

৩য় পর্যায়: এখন আমাদের বিজ্ঞান চর্চার কী অবস্থা

৩য় পর্যায়ের অংশ হিসেবে এই পোস্ট: আমরা এখন কেন বিজ্ঞানে এগোতে পারছি না।

অধিকাংশ গবেষণা হবে ব্যর্থ। মানে পুরো ফান্ডিং-টাই জলে গেল। এরকম বহু পয়সা জলে দেবার মত আর্থিক সঙ্গতিও থাকতে হয়।

ইউরোপকেও এগুলো করতে হয়েছে। ১৬শ শতক থেকে বিজ্ঞানের সেই চারাগাছকে ওরাও এভাবেই টাকা ঢেলে ঢেলে আজকের এই পর্যায়ে এনেছে। ইউরোপ কীভাবে পেরেছে? বিজ্ঞানের এই মহাযাত্রা ইউরোপে শুরু হয়েছে ইংল্যান্ড থেকে আপনারা জানেন। ভারতে আসার আগে ইংল্যান্ডের কি বিজ্ঞান পালার সামর্থ্য ছিল কি না, একটু দেখি।

সপ্তদশ শতকের শুরুতে ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক হালত কেমন ছিল, তা সম্পর্কে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক James Mill বলেছেন:

ইংরেজদের দেশ সরকারের ব্যর্থতা আর গৃহযুদ্ধে জর্জরিত ছিল। এতটাই যে, বাণিজ্য প্রসার ও সুরক্ষা জন্য পুঁজিই ছিল না তাদের। ওলন্দাজদের সাথে চলতো এক অসম প্রতিযোগিতা।

১৭৬০ সাল থেকে ইংল্যান্ডের চেহারা বদলে গেল। William Digby নামের এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক-কাম-রাজনীতিবিদ লিখেছেন:

পলাশির যুদ্ধের পর (১৭৫৭) বাঙলার সম্পদ স্রোতের মত এসে জমা হতে থাকে লন্ডনে। ১৭৬০ সালের আগে যেখানে শিল্পকারখানার নাম-গন্ধও ছিল না, সেখানে হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

লর্ডমেকলে লিখেছেন:

বৃটেনের সকল যুদ্ধব্যয়, সকল বিজ্ঞানের ফান্ডিং, সকল প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণের পুঁজি সরবরাহ করেছে ভারত। ভারতকে নিংড়ে বৃটেন আজ বিজ্ঞান-দর্পী। একই ইতিহাস সবগুলো ইউরোপীয় শক্তির ক্ষেত্রেই খাটে। পর্তুগাল ব্রাজিলে, স্পেন বাকি ল্যাটিন আমেরিকায়, ফ্রান্স পূর্ব-উত্তর আফ্রিকায়, ডাচরা ইন্দোনেশিয়ায়, ইটালি লিবিয়াতে একই কাজ করেছে। বিজ্ঞান গবেষণার পিছনে বিপুল অর্থ তারা ঢালতে পেরেছে উপনিবেশিক আমলে লুটপাট থেকে। সামরিক আগ্রাসনের বদৌলতে। কোথায় অপমানে ক্ষোভে রাগ আসার কথা, সেখানে আজ মুগ্ধতায় চোখের পলকই পড়ে না গোলামের জাতের।

এখন মুসলিম দেশগুলোতে যে বিজ্ঞান হয়, কীভাবে হয় দেখেন।

- সিরিয়ার বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (Scientific Studies and Research Center) এর ফান্ডিং দেয় আমেরিকা আর ফ্রান্স। সেই সুবাদে শুরু থেকেই পশ্চিমা গোয়েন্দাদের নখদর্পণে।
- ১৯৮১ সালে বাগদাদে গিয়ে ধ্বংস করে দিয়ে এসেছে ইরাকের নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট। এলোমেলো পশ্চিমা স্বার্থবিরোধী কিছু পেলেই... পেলেই কী? কী করবে পেলে? কিসসু করবে না। মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞানীগুলোকে জাস্ট বাইকে আসা আততায়ীরা গুলি করে চলে যাবে। কিংবা কোনো ট্রাক এসে চাপা দিয়ে চলে যাবে, তার আর কোনোদিন হৃদিস হবে না। কিংবা সুস্থ মানুষ নিজ ফ্ল্যাটে মরে পড়ে থাকবে। কিংবা গুম হয়ে যাবে চিরকালের মত। মোটকথা স্বাভাবিক কোনো মৃত্যু এদের কপালে নেই, রহস্যজনক মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে বিজ্ঞান করবে আমাদের বিজ্ঞানীরা।
- তিউনিসিয়ার aviation engineer মোহাম্মদ আল-জাওয়ারি (২০১৭)
- মিশরের nuclear scientist সামির নাজিব (1967)
- মিশরের nuclear scientist, ইয়াহিয়া আল-মাশাদ (১৯৮০)
- লেবাননের condensed matter physicist রাম্মাল হাসান রাম্মাল (১৯৯১)
- ইরাকের nuclear scientist ইব্রাহীম আল-যাহেরী (2004)
- ইরানী quantum field theorist and elementary-particle physicist মাসুদ আলী মোহাম্মদী (2010)
- ইরানী nuclear engineer মাজিদ শাহরিয়ারি (২০১০)
- ফিলিস্তিনী rocket scientist ফাদি মোহাম্মদ আল-বাতশ (April 21, 2018)
- লেবাননের PhD student হাসান আলী খাইরুদ্দিন (কানাডায়)
- লেবাননের nuclear Physics স্টুডেন্ট হিশাম সালিম মুরাদ (February 28, 2018)
- ফিলিস্তিনী Chemist হোসাম আল-রোজা
- মিশরের nuclear scientist ড. সামিরাহ মুসা (১৯৫২)
- মিশরীয় scientist সাঈদ আল-বুদাইর (১৯৮৯)
- মিশরী পদার্থবিদ নাবিল আল-কালিনী (1975)

- লেবাননের ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার হাসান কামেল আল-সাব্বাহ (১৯৩৫) এমআইটি ফারোগ, ৫০টা পেটেন্ট।
- মিশরের আলী মুস্তফা মোশরেফা (১৯৫০)। তাকে বলা হত ‘আরবদের আইনস্টাইন’।
- সৌদি আরবের প্রথম মহিলা নিউরোসার্জন সামিয়া আবদুর রহীম মাইমানি
- সিরিয়ান rocket scientist আযিয আসবার (2018)
- ইরানী nuclear scientist মোস্তফা আহমাদী রোশান

বিশ্ব মোড়লের নেগরানিতে কে বা কারা মুসলিম বিজ্ঞানীদের গুপ্তহত্যা করে, এগুলো কারোরই অজানা নয়। শুধুমাত্র ইরাকে US occupation এর পর থেকে ২০১৩ সাল অব্দি ৩২৪ জন বিজ্ঞানী, গবেষক, একাডেমিককে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে। আর থাকে কী? [<http://www.iraqsolidaridad.org/.../List-of-Iraqi...>]

সুতরাং ‘মুসলিমরা বিজ্ঞানে পিছিয়ে গেছে’, ‘মোল্লারা বিজ্ঞান করে না দেখে আজ এই অবস্থা’ এসব জিগির আর কতদিন? আসল অসুখ খুঁজে বের করেন। আসল অসুখ কী সেটা সবাই জানেনও। কিন্তু স্বীকার করবেন না, ‘আমেরিকা দ্যাখতেয়াসে’ বলে। যতদিন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিমা নব্য-উপনিবেশী শক্তি থেকে বেরোতে না পারছেন, ততদিন বিজ্ঞানের কুতকুত খেলে কোনো লাভ নেই। প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে হলে হকি খেলতে হয়, কুতকুত-বৌছি এগুলো খেলে হয় না।